গাংনীতে স্বামীর পুরষাঙ্গ ছিড়ে দিলেন স্ত্রী

পান থেকে চুন খসলেই স্ত্রীকে পেটান কৃষক আব্দুল মালেক। মায়ের কথা শুনে বউ পেটানোর অপরাধে আগের ৩ বউ তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। চতুর্থ বারের মত গার্মেন্টস কর্মী রিয়া খাতুনকে বিয়ে করেন ২ বছর আগে। এখন ঘরে একটি সন্তান। মায়ের কথা শুনে প্রায়ই রিয়ার উপর অকথ্য নির্যাতন চালান আব্দুল মালেক।

প্রতিদিনের ন্যায় আজ শুক্রবার দুপুরে রিয়া খাতুনকে তার স্বামী আব্দুল মালেক ও শাশুড়ি ঝাড়ু দিয়ে পেটাতে থাকেন। এক পর্যায়ে আত্ম রক্ষার্থে রিয়া খাতুন তার স্বামী আব্দুল মালেকের লিঙ্গ ধরে স্বজোরে টান দেন। এতে স্বামীর পুরুষাঙ্গ উপড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক আবীর হাসান বলেন, আব্দুল মালেকের পুরুষাঙ্গ ভিতর থেকে বের হয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। তার পুরুষাঙ্গ ৪ টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আহত আব্দুল মালেক বলেন, ঘরে একটি মুরগী মলত্যাগ করেছে। এটি আমার মা স্ত্রীকে বললে সে ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। আমি তাকে নিষেধ করাই আমাকেও গালাগাল শুরু করে। আমি তাকে ঝাড়ু দিয়ে একটি কোপ দেওয়ায় আমার লিঙ্গ ধরে সে টানাটানি শুরু করে।

এদিকে রিয়া খাতুন অভিযোগ করেন আমার স্বামী তার মায়ের কথা শুনে আমার উপর প্রায় নির্যাতন করে আসছিল। আজকে আমার শাশুড়ি ছেলেকে উস্কে দিলে আমাকে মারপিট শুরু করে। নিজের আত্মরক্ষার্থে তার লিঙ্গ ধরে টান মেরে আমি প্রানে বেঁচেছি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এঘটনায় স্ত্রী রিয়া খাতুনকে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আইনগত বিষয় এখন প্রক্রিয়াধীন।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ভৈরব নদে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর ভৈরব নদে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের অপরাধে মো: ইলিয়াছ হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ মে) দুপুর ৩ টার দিকে সদর উপজেলার ইসলামপুর খালের মাঠ নামক স্থানে ভৈরব নদের মাটি অবৈধভাবে উত্তোলন করার সময় এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ইসলামপুর খালের মাঠে ইট প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভৈরব নদের মাটি উত্তোলন করছে এমন সংবাদে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ৫(২) ধারা লংঘনের দায়ে ১৫(১)(খ) ধারা অনুসারে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড, মেহেরপুর ও সদর থানা পুলিশ সহযোগিতা করেন।

ইলিয়াছ হোসেন সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মৃত মহাসীন বিশ্বাসের ছেলে।

গাংনীতে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ উপজেলা ও পৌর

শাখার কমিটি গঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের কমিটি গঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ই মে) সকাল সাড়ে দশটার দিকে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুরের জেলা শাখা সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সহসভাপতি সিরাজুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো: রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামকে সভাপতি ও আলহাজ্ব শফি কামাল পলাশকে সাধারণ সম্পাদক করে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ গাংনী উপজেলা শাখা এবং আ.লীগ নেতা একরামুল হককে সভাপতি ও সাংবাদিক নুরুজ্জামান পাভেলকে সাধারণ সম্পাদক করে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ গাংনী পৌর শাখার কমিটি গঠন করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে ৯ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের তিন থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৯ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গতকাল বুধবার (৩ মে) দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশ ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি রয়েছে।

এরা সবাই আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলা ও নিয়মিত মামলার আসামি।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিম টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৪ মে) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মৎস্য চাষে বিপ্লব

মেহেরপুরে মৎস্য চাষীদের নিরাপদ মাছ চাষ, পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও আর্থিকভাবে লাভবান করে বিপ্লব ঘটিয়েছে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)। পুকুর ও পুকুর পাড়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে মাছ চাষ ও সবজি উৎপাদন করতে জেলার শতাধিক মৎস্য চাষিকে আর্থিক সহায়তা,কারিগরি প্রশিক্ষণসহ নানামুখি সহায়তা দিচ্ছে পিকেএসএফ-নামের এই প্রতিষ্ঠানটি। আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পিএসকেএস মৎস্য খাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় রীতিমতো মৎস্য বিপ্লব ঘটেছে। স্বল্প খরচে অধিক লাভজনক হওয়ায় সাধারণ চাষ পদ্ধতির চেয়ে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ চাষে মৎস্য চাষীদেরর আগ্রহ বাড়ছে, অন্যদিকে সাবলম্বী হচ্ছেন অনেক উপকারভোগীরা ।

স্বল্প সময়ে বড় মাছ উৎপাদন হওয়ায় বাণিজ্যিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন অনেকেই। এ পদ্ধতির ব্যপকতা তৈরীতে চাষীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সমন্বিত

কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্য খাত। কার্যক্রমটি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করছে মেহেরপুর জেলার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) নামক একটি বেসরকারি সংস্থা।

জানা গেছে, সারা দেশে সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্য খাতের বিপ্লব ঘটাতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে একটি কার্যক্রম চালু করে। মেহেরপুর অঞ্চলে কার্যক্রম(প্রোগ্রাম) বাস্তবায়ন করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)। এরই আওতায় মেহেরপুর জেলায় মৎস্য চাষীদের মাধ্যমে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ মোটাতাজাকরণের ১৩০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সুফলভোগীদের মাঝে মাছ চাষের সব উপকরণ বিতরণের পাশাপাশি মৎস্য চাষীদের মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র বাস্তবায়ন, মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন সহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)।

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের মৎস্য চাষী কিবরিয়া জানান, ছোট মাছ বিক্রি করে আগে যে পরিমাণ টাকা আয় হতো তাতে আমার লোকসান হতো। পরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কারিগরি কর্মকর্তার পরামর্শে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ মোটাতাজাকরণ শুরু করি। এর জন্য আমাকে পোনা সহায়তা দিয়েছে এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়েছে। সব সময় পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করছে। আমার পুকুরে ৩ থেকে ৪ কেজি ওজনের মাছ রয়েছে। ৫০ শতাংশ পুকুরে এ বছর দেড় থেকে ২ লাখ টাকার মাছ বিক্রি হবে বলেও জানান এই মৎস্য চাষী।

সুফলভোগী মৎস্য চাষী ওবাইদুর রহমান জানান, বাজারে সব সময়ই বড় মাছের চাহিদা অনেকাংশে বেশি। ফলে দামও ভাল। আমার এক বিঘা পুকুরে বড় মাছ তৈরী করেছি। ২ কেজির নিচের ওজনের মাছ বিক্রি করলে দাম কম হয়। তাই ৩ থেকে ৪ কেজি ওজনের মাছ বিক্রি করি ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত।

জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মৎস্য চাষী হাসান ও নাহিদ জানান, আধা কেজি ওজনের মাছের মূল্য ১৩০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। এই ওজনের মাছ মোটাতাজা করে বিক্রি করা হলে অনেক ভাল দাম পাওয়া যাচ্ছে। এতে দাম ভাল পাওয়ার পাশাপাশি পুকুরে খাবারও কম লাগে। বড় মাছের প্রয়োজন হলেই এলাকার বিভিন্ন মানুষ আমাদের সাথে মাছ কিনে নিয়ে তাদের বড় মাছের চাহিদা পূরণ করেন।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মৎস্য কর্মকর্তা সাঈদ-উর-রহমান জানান, গতানুগতিক মাছ চাষের পরিবর্তে আমরা আদর্শ মৎস্য চাষের পরামর্শ দিয়ে থাকি । কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে আধা কেজি ওজনের কার্প জাতীয় মাছ পুকুরে পরিমিত ঘনত্বে মজুদ করে এবং নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ করে দেড় বছরে পাঁচ কেজি থেকে ছয় কেজি ওজনের মাছ উৎপাদন করাই কার্প ফ্যাটেনিং বা মাছ মোটাতাজাকরণ । বাজারে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কমন কার্প প্রভৃতি মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই জাতীয় মাছ দ্রত বড় হয়, রোগাক্রান্ত কম হয়, খাদ্য ও জায়গার জন্য একে অপরের প্রতিযোগী নয়, পানির সব স্তর থেকে প্রাকৃতিক খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। তাই পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকে এবং এসব মাছ খেতেও সুস্বাদু।

কার্প ফ্যাটেনিং প্রযুক্তিতে সাধারণত বড় আকারের যেমন ৪০০ থেকে ৬০০ গ্রাম ওজনের কার্প জাতীয় মাছ পুকুরে মজুদ করা হয়। এতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে নয় থেকে দশ মাসেই মাছ বাজারজাত করা হয়, যা মেহেরপুর জেলার মৎস্য চাষীদের কাছে ছিল অকল্পনীয় । কার্প ফ্যাটেনিং প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ মহিলাদের সম্পৃক্ত করে ছোট আকারের জলাশয়ে শিং, মাগুর, গুলশা মাছ চাষ বৃদ্ধির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সংস্থাটি। বর্তমান বাজারে ছোট মাছের পাশাপাশি বড় মাছের চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশি। জেলায় বড় মাছের চাহিদা পূরণ করে বাইরের জেলাতে মাছ বিক্রি শুরু করেছেন চাষীরা। এতে অধিক মুনাফা আয় করে সাবলম্বী হচ্ছেন অনেকেই।

কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে পুকুরে পাতলা করে মাছ চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিঘা প্রতি ১২০ থেকে ১৫০টি রুই মাছ, কাতলা ৪০টি, মৃগেল ৭০ টি, কমন কার্প ৩০ টি ও সিলভার কার্প ২০টি করে চাষ করা হয়। সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয় এর তুলনায় এ পদ্ধতিতে পাঁচ-ছয় গুণ বেশি মাছ উৎপাদন করা হয়।

কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে বছর শেষে বিঘা প্রতি ১০০০-১২০০ কেজি মাছের উৎপাদন পাওয়া যায়। মাছ বড় হওয়ার কারণে এসব মাছ প্রতি কেজি ৩০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা দরে বিক্রয় হয়ে থাকে। এতে বিঘা প্রতি দেড় থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত মাছ বিক্রয় করা সম্ভব হয়। মৎস্য চাষীরা ছোট মাছ উৎপাদন করে বিঘা প্রতি এক বছরে ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকার মাছ বিক্রয় করতে পারেন। কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদন করে দুই থেকে তিন গুণ বেশি

লাভ করা সম্ভব হচ্ছে।

জেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা মৎস্য স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জেলা। জেলায় ছোট বড় ৯০৬৫ জন মৎস্য চাষী রয়েছে। এ সকল মৎস্য চাষী প্রতি বছর ১৩ হাজার ৫৯০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করে। জেলায় মাছের চাহিদা রয়েছে ১৩ হাজার ৯৯৫ মেট্রিক টন। জেলায় পুকুর রয়েছে ৫ হাজার ৩৬৫ টি। এর মধ্যে শুধু গাংনী উপজেলাতেই পুকুর রয়েছে ৩ হাজার ৭১৩টি। মৎস্য চাষী রয়েছে ৪০০০ অধিক। উপজেলায় ৬ হাজার ২২১ মেট্রিক টন মাছ শুধুমাত্র গাংনী উপজেলাতেই উৎপাদন হয়ে থাকে। এ উৎপাদনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পিএসকেএস-এর পরিচালক (কর্মসূচি) মোহাঃ কামরুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ । এদেশের জনগনের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি কৃষক বা খামারির দক্ষতা উন্নয়নে পিএসকেএস পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কৃষি, মৎস্য ও প্রণিসম্পদ খাতে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে । এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে আমাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে । আমরা সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছি ।

মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান জানান, জেলায় চাহিদা ও উৎপাদন মোটামুটি সমান সমান। বাইরের জেলা থেকে মাছের প্রত্যাশা করে না। কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের আওতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অর্থ দিয়ে জেলার মৎস্য চাষিদের সহায়তা করে আসছে। অনেক মৎস্য চাষী পিকেএসএফ এর প্রণোদনা পেয়ে মাছ মোটাতাজাকরণ করে লাভবান হচ্ছে। সরকারি সহায়তার পাশাপাশি সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) গুলোও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে । দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিও গুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেও জানান তিনি ।

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন নেই ১২ বছর

দীর্ঘ ১২ বছর মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন নেই। বেশ কয়েকবার প্রস্তুতি নেয়া হলেও তা সম্ভব হয়নি। শেষবার ২০১৭ ও ২০২০ সালে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত মামলা জটিলতায় সেটাও ভেস্তে গেছে। দীর্ঘদিন খেলাধুলা না থাকায় স্থবির হয়ে পড়েছে জেলা ক্রীড়াঙ্গন।

১২ বছর ধরে সরকারি কর্তাদের দিয়েই চলছে মেহেরপুর ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম। ফলে ধীর ধীরে গতি হারিয়ে ফেলছে মেহেরপুর জেলার ক্রীড়াক্ষেত্র। যদিও চলছে খেলোয়াড়দের অনুশীলন। তবে, একটি সূত্রের দাবী এই ক্রীড়া ফেডারেশনে নির্বাচিত কমিটি না আসার পেছনে দায়ী সংগঠকরা।

নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করলেই নির্বাচনকে সামনে রেখে অ্যাডহক কমিটির লোকজন দৌড়ঝাপ শুরু করে। খেলার উন্নয়নে কোনো কার্যক্রম দেখা মেলেনা।

মেহেরপুর ক্রীড়া চক্রের শেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০০৮ সালে। তারপর ২০১২ সালে নির্বাচন হওয়ায় কথা থাকলেও সেটা আর হয়নি। শেষ নির্বাচিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সালাহ উদ্দীন আহমেদ আবলু। বিভিন্ন সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থ তছনছ করার অভিযোগ উঠলে সালাহ উদ্দীন আহমেদ আবলুকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কালো তালিকা করে তাকে বাদ দিয়ে নির্বাচন দিতে গেলে সে মামলা করে। সেই মামলার অযুহাতে আটকে রয়েছে নির্বাচন।

একটি সূত্র জানায়, জেলা ক্রীড়া সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা ১০৯ জন। তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক সালাহ উদ্দীন আহমেদ আবলুকে বাদ দিয়ে ১০৮ সদস্যের নাম ঘোষণা করে প্রশাসন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আবলু।

পরে তাকে বাদ রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠণ করে। আগের ১০৮ সদস্যের তালিকা বাদ রেখে পরে ৬৬ সদস্যের একটি

পারেন। কমিটি না থাকার কারণে মেহেরপুর জেলাবাসি বিভিন্ন ক্রীড়া থেকে বঞ্ছিত হচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, জেলা ক্রীড়া সংস্থা সব সময় সচল রাখা উচিৎ। কারন, ক্রীড়াঙ্গণের মডেল রোল প্লে করে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। জেলা ক্রীড়া সংস্থা সচল করতে সব ধরণের ব্যবস্থা করা হবে।

গাংনীর মহাম্মদপুরে আব্দুল আলীম হত্যা মামলার আসামী গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে আব্দুল আলীম ওরফে আলেহিম নামের এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা মামলায় আব্দুল হান্নান নামের একজন কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে খলিশাকুন্ডি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আব্দুল হান্নান হত্যা মামলার ৪ নম্বর আসামী ও মহম্মদপুর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, আব্দুল আলীম ওরফে আলেহিম হত্যা মামলার ৪ নম্বর আসামী আব্দুল হান্নান খলিশাকুন্ডি বাজারের দিকে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলামের নির্দেশনায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হাসেন নেতৃত্বে গাংনীর ওসি আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী আব্দুল হান্নানকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনী থানা সুত্রে জানাগেছে, গত ২৮এপ্রিল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের পূর্বপাড়া মাঠে

জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আব্দুল গণির ছেলে আব্দুল আলীম ওরফে আলেহিম (৫০) নামের এক ভ্যান চালককে উপর্যপুরি কুপিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা। এ ঘটনায় ২৯ এপ্রিল ২০২৩ ইং তারিখে নিহত আব্দুল আলীমের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। যার মামলা ন-৩১। মামলায় দুই নারীসহ মোট ১০ জনকে আসামী করা হয়।

আসামীরা হলো- আব্দুল কাদেরের ছেলে সাইদুল ইসলাম, তার ছেলে সেন্টু মিয়া, কাদেরের ছেলে আব্দুল হান্নান,বান্টু মিয়া, হান্নানের দুই ছেলে রাশেদুল ইসলাম ও রাসেল, আব্দুল হান্নানের স্ত্রী কুটিলা বেগম,বিল্লালের স্ত্রী ময়না খাতুন, ইয়াকুব আলী ও লিটন হোসেন।

মামলাটি তদন্তকারি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় গাংনী থানার এসআই পিন্টু কুমার মন্ডলকে। মামলার অন্যান্য আসাীদেরর দ্রত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার করা হবে বলে জানান ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

মেহেরপুরে নকল পানি কারখানায় অভিযান, জরিমানা আদায় ও সিলগালা

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে লাইসেন্স বিহীন অবৈধভাবে গড়ে তোলা ভলভো ব্যাটারী নামের নকল পানি কারখানায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও কারখানা সিলগালা করে দিয়েছে।

আজ বুধবার (৩ মে) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার মের্সাস ভাই ভাই ড্রিংকিং ওয়াটার নামের প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারি পরিচালক মো: সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

শুধুমাত্র মেহেরপুর পৌর সভার একটি ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে যশোরের

ঠিকানা ব্যবহার করে ড্রিংকিং ওয়াটার তৈরীর নামে ভলভো ব্যাটারির নকল পানি তৈরীর অভিযোগে কারখানাটিতে অভিযান চালানো হয়। প্রয়োজনীয় কোনো কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই ভূঁয়া কোম্পানির মালিক মো: আহসানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইনের ৫০ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও কারখানাটি সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই কারখানাটিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারখানাটি যশোরের একটি কোম্পানীর নাম ব্যবহার করে শুধুমাত্র পৌর সভার ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কারখানা গড়ে তুলেছে। প্রয়োজনীয় কোনো কাগজপত্র দেখাতে না পারায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৫০ ধারায় তাকে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া কারখানাটি সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে সহযোগীতা করেন।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

৩ গ্রাম হেরোইনসহ আরিফুল ইসলাম (৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আরিফুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মুক্তার আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার (২ মে) দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানার এসআই শিবলী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। এসময় তার কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

সদর থানার এসআই শিবলী বলেন, সংবাদ আসে আরিফুল ইসলামের বাড়িতে হেরোইন রেখে বিক্রি করছেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আরিফুল

ইসলামের নামে এর আগেও সদর থানায় মাদকের অভিযোগে দুটি মাদকের মামলা রয়েছে। মামলা দুটি আদালতে বিচারাধীন।

গ্রেফতারকৃত আরিফুল ইসলামকে আজ বুধবার (৩ মে) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।